ভোপালে গণহত্যার মূল খলনায়ক অ্যান্ডারসনের প্রত্যার্পণ সহ সমস্ত খলনায়কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিল সফল করুন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সম্মুখে নপুংসক, মেরুদণ্ডহীন, তল্পিবাহক শাসককুলকে ধিক্কার

বাংলার সচেতন জনতার দাবি

- ২৫ বছর বিচারের প্রহসন চালিয়ে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের হত্যাকারী, প্রায় পৌনে ছ'লাখ মানুষের দেহে বিষ-সংক্রমণকারী, হাজার হাজার গবাদি পশু সংহারকারী ইউনিয়ন কার্বাইড সংস্থা ও তার প্রধান অ্যান্ডারসনকে ভারতে ফিরিয়ে এনে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।
- এই দুষ্কৃতকারী সংস্থাকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ও ভোপালের প্রকৃতির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে যে সব ব্যক্তি বা সংস্থা গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধী অ্যান্ডারসনকে সরকারী মর্যাদায়, সরকারী ভি.আই.পি. প্লেনে ভারত থেকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল, যারা আজও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে বিদেশি পুঁজি লগ্নির সওয়াল করে চলেছেন, সেইসব দেশদ্রোহীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তিবিধান করতে হবে।
- আর কোনো ভোপাল নয়। নয়া উদারনীতির বাঁধভাঙা স্রোতে ভারতের বুকে আরো হাজার হাজার ভোপাল ঘটাতে সক্ষম এমন শিল্পসংস্থাগুলিকে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারগুলি রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়ে আবাহন করে আনছে। এদের মধ্যে প্রধানতমগুলি হল পরমাণু চুল্লি প্রস্তুতকারী ও কেমিক্যাল হাব নির্মাণকারী সংস্থা।
  ভোপালের ঘটনায় কেন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের হরিপুরে পরমাণু চুল্লি নির্মাণে অত্যুৎসাহী। এই রাজ্যকেও মৃত্যু উপত্যকা বানাতে নয়াচরকে (প্রথম টার্গেট নন্দীগ্রামে বিফল হওয়ার পর) ইউনিয়ন কার্বাইডের অপর সংস্থা ডাও কেমিক্যালসের হাতে বেনামে তুলে দিতে তৎপর। রাজ্যের, ভারতের তথা পৃথিবীর কোথাও ভোপালের পুনরাবৃত্তি চাই না আমরা। তাই চাই না হরিপুর, চাই না নয়াচর, চাই না হরিপাল, চাই না স্পঞ্জ আয়রন কারখানা, চাই না পরিবেশ ধ্বংস করে সিমেন্ট প্রস্তুতকারী বা খনিজ উত্তোলনকারী সংস্থাদের।
- হিরোসিমা, নাগাসাকিতে লক্ষ কোটি মানুষের হত্যাকারী; আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্তাইনে আজও প্রতিদিন গণহত্যার দায়ে দোষী আমেরিকা চাইছে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে। চাপ দিচ্ছে যাতে সিভিল নিউক্লিয়ার লায়াবিলিটি বিল-টি যেন এরপরও নির্বিঘ্নে আইনে রূপান্তরিত হয়। আমরা ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ তীব্রতম ভাষায় আমেরিকার এই দাদাগিরি ও ভারতীয় শাসককুলের তল্পিবাহী মানসিকতার প্রতিবাদ জানাই।

উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে আগামী ১৫ জুন (মঙ্গলবার) বিকেল ৪ টের সময় ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেল থেকে মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত একটি মিছিলের ডাক দিচ্ছে নিম্নোক্ত সংগঠনগুলি। ইতিমধ্যে গত ৯ জুন সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও সমাজকর্মীরাও এই দাবি তুলেছেন। এই উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে যোগদানপূর্বক সফল করে তুলতে আবেদন করা হচ্ছে।

বিকল্প, এখন বিসংবাদ, অধুনা জলার্ক, উদ্যোগ, অন্তর্লীনা, সংলাপ, রবিশস্য, কণ্ঠস্বর, ভাষাবন্ধন, অপর, লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ, একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ, নাগরিক মঞ্চ, সহনাগরিকদের মুক্ত মঞ্চ, NAPM, DSO, AISA, PDSF, USDF, IFTU, AWBSRU, Asansol Civil Rights Association, Alternative Media Initiative, Durgapur Peoples' Science & Cultural Forum, Health Service Association, Peoples Health, Medical Service Centre, জনস্বাস্থ্য স্বাধিকার মঞ্চ, বন্দিমুক্তি কমিটি, লালগড় মঞ্চ, কানোরিয়া শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি, প্রতিবাদী চেতনা (শান্তিপুর), অধিকার, হকার সংগ্রাম কমিটি, মাসুম, ঝাড়গ্রাম পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি, বৃহত্তর কলকাতা খালপাড় ও বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, ব্রেক-থ্রু সায়েন্স সোসাইটি, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, দিশা, পূর্ব কলকাতা পরিবেশ সমীক্ষণ, যুব ভারত, গণ উদ্যোগ (শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চল ও উত্তরপাড়া), চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মুভমেন্ট, নাগরিক উদ্যোগ (যাদবপুর), প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ (সোনারপুর), দমদম ক্যান্টনমেন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, নোনাচন্দনপুকুর বাজার ব্যবসায়ী বাঁচাও কমিটি, লায়েলকা রোড ব্যবসায়ী সমিতি সহ আরো বহু গণসংগঠন ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত সমাজ ও পরিবেশ সচেতন সাধারণ মানুষ।

সমস্ত গণসংগঠনের পক্ষে প্রসূন ভৌমিক ও ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক কর্তৃক, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।